কলকাতা হাইকোর্ট

(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার)

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল)

২০২০ সালের সিআরআর ৮৮৮

সঙ্গে

২০২১ সালের সিআরএএন ১

সঙ্গে

২০২১ সালের সিআরএএন ২

রাবিয়া খাতুন

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা

আবেদনকারীর পক্ষে	শ্রী শতদ্রু লাহিড়ী, শ্রী সফদার আজম, শ্রী সৈয়দ ওয়াসিম ফারুক, শ্রী জ্যোতির্ময় তালুকদার।
রাজ্যের পক্ষে	শ্রী এস. জি. মুখার্জি, বিজ্ঞ পি. পি. শ্রীমতি ফারিয়া হোসেন, শ্রীমতি বৈশালী বসু।
শুনানি শেষ হয়েছে -	২৯.০৮.২০২৩
রায় -	**২৬.০৯.২০২৩**

বিচারপতি, শম্পা দত্ত (পল):-

১) বর্তমান সংশোধনীটি ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখের একটি আদেশের বিরুদ্ধে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, যা বাদুড়িয়া থানার জিআর মামলা নং ৫৬৭২/১৫ থেকে উদ্ভূত বিশেষ মামলা নং ০৩/২০১৭ সম্পর্কিত, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের বিশেষ আদালত (পকসো) আইনের বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত

৩০.১২.২০১৫ তারিখের বাদুড়িয়া থানার মামলা নম্বর ৯১০/১৫ এর সাথে সম্পর্কিত জিআর মামলা নম্বর ৫৬৭২/১৫ থেকে উদ্ভূত বিশেষ মামলা নম্বর ০৩/২০১৭ সংক্রান্ত, এইভাবে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ এর ধারা ৩১৯ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাৎক্ষণিক মামলার সাথে সম্পর্কিত অভিযুক্ত হিসাবে প্রস্তাবিত অভিযুক্ত/বিপক্ষ দলকে জড়িত করতে অস্বীকার করা।

২) আবেদনকারী (অভিযুক্ত ভুক্তভোগী) নাবালিকা হওয়ায় তার বড় বোন (তত্ত্বাবধায়ক) প্রতিনিধিত্ব করেন।

৩) আবেদনকারীর মামলাটি হল যে, নজরুল ইসলাম গাজী (এরপরে প্রস্তাবিত অভিযুক্ত/বিপরীত পক্ষের নম্বর ৩ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) কর্তৃক বাদুরিয়া পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে দায়ের করা একটি অভিযোগপত্রের ভিত্তিতে, তাৎক্ষণিক মামলাটি হচ্ছে বাদুড়িয়া থানায় মামলা নং ৯১০/১৫ তারিখ ৩০.১২.২০১৫ তারিখে একজন আব্দুল আজিজ গাজী ও অপর একজনের বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য নথিভুক্ত করা হয়েছে, ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ৩৭৬ (২) (চ) এবং যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইনের ৪ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অভিযুক্ত অপরাধের কমিশনের জন্য।

৪) তাৎক্ষণিক মামলা নিবন্ধনের পরে, তদন্ত চলাকালীন, ভুক্তভোগী মেয়েটিকে উদ্ধার করা হয় এবং লিলুয়াহ হোমে রাখা হয়। পরবর্তীকালে, ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৬৪-এর অধীনে তার জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়েছিল বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তার ফুফু অর্থাৎ প্রস্তাবিত অভিযুক্ত/বিপক্ষ দলের নম্বর ২ এর উপস্থিতিতে এবং বিবৃতি নথিভুক্ত করার পরে, তাকে আবার লিলুয়া হোমে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। তাত্ক্ষণিক মামলার সাথে সম্পর্কিত ভুক্তভোগী মেয়ের মেডিকেল পরীক্ষাও প্রস্তাবিত অভিযুক্ত/বিপরীত পক্ষের নম্বর ২ এবং ৩-এর উপস্থিতিতে পরিচালিত হয়েছিল এবং উল্লিখিত প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত আসামি/বিপক্ষ দল নম্বর ২ এবং ৩ উভয়ই সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করেছেন। তাই বলা বাহুল্য যে, নির্যাতিতা মেয়েটি কখনই কোনো কর্তৃপক্ষের সামনে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করার কোনো যুক্তিসঙ্গত সুযোগ পায়নি।

৫) ২০১৬ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি বা তার কাছাকাছি সময়ে ভুক্তভোগী মেয়েটির বড় বোন উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতের বিশেষ আদালতের (পকসো) আইনের বিজ্ঞ বিচারপতির কাছে আবেদন করে ভুক্তভোগী মেয়েটির হেফাজতের জন্য আবেদন করে। ২০১৬ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি একটি আদেশের মাধ্যমে বিজ্ঞ আদালত ভুক্তভোগী মেয়েটির হেফাজত তার বড় বোন এবং শ্যালকের কাছে হস্তান্তর করে এবং তারপরে ভুক্তভোগী মেয়েটি তার বড় বোনের কাছে আসল বিষয়টি প্রকাশ করে। প্রস্তাবিত অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ভুক্তভোগী মেয়েটির হেফাজত নেওয়ার জন্যও মাথা ঘামায়নি।

৬) ২০১৬ সালের ২রা এপ্রিল বা তার কাছাকাছি সময়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পাশাপাশি আবেদনকারীর পক্ষ থেকে দায়ের করা 'অনাপত্তি' আবেদন প্রাপ্তির পরে, আদালত বারাসাতের প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটকে ভুক্তভোগী মেয়ের দ্বিতীয় বিচার বিভাগীয় বিবৃতি রেকর্ড করার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়ে প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করে। এই নির্দেশ অনুসরণ করে বারাসাতের প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট, ১ম আদালতের বিজ্ঞ বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটকে ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীনে ভুক্তভোগী মেয়ের দ্বিতীয় বিবৃতি নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে, একই নথিভুক্ত করা হয়েছিল, যেখানে ভুক্তভোগী মেয়েটি ঘটনা ও পরিস্থিতি বর্ণনা করেছিল এবং এই তথ্যগুলি প্রকাশ করতে বিলম্বের কারণ প্রকাশ করেছিল। এই ধরনের বিবৃতি নথিভুক্ত করার পরে, অভিযুক্ত আব্দুল আজিজ গাজী (ভুক্তভোগীর ভাই) জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন।

৭) আবেদনকারী বলেছেন যে যদিও তাৎক্ষণিক মামলার তদন্তের মুলতুবি থাকাকালীন ভুক্তভোগী মেয়েটির উভয় বক্তব্যই নথিভুক্ত করা হয়েছিল, তদন্তকারী সংস্থা ভুক্তভোগীর পরবর্তী বক্তব্য সংগ্রহ করেনি এবং অযথা তাড়াহুড়ো করে অত্যন্ত বেপরোয়া এবং যান্ত্রিক পদ্ধতিতে, ৩১.০৮.২০১৬ তারিখের ৫২০/১৬ নম্বর চার্জশিট দিয়ে আব্দুল আজিজ গাজী (ভুক্তভোগীর ভাই) বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে,

ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ধারা ৩৭৬(২)(চ) এর অধীনে এবং যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইনের ধারা ৪ এর অধীনে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ২০১/৩২৫ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের কমিশনের জন্য, আসামি মোনাজাত গাজীর (ভুক্তভোগীর বাবা) বিরুদ্ধে। তদন্তকারী সংস্থা উক্ত চার্জশিটে অভিযুক্ত/বিরোধী পক্ষ নং ২ এবং ৩-কে ঘটনার সাক্ষী হিসাবে উল্লেখ করেছে।

৮) তাৎক্ষণিক মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে চার্জশিটে যে অভিযোগগুলি করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ-

"৩০শে ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে একজন নজরুল ইসলাম গাজী লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন যে বকরা ঈদ উৎসবের ২/৩ দিন পর, তার ভাগ্নী অর্থাৎ নির্যাতিতা মেয়েটিকে তার বাবা-মায়ের অনুপস্থিতিতে তার বড় ভাই আব্দুল আজিজ গাজী তার বাড়িতে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ, যা পরের দিনই তার মায়ের সামনে নির্যাতিতা বর্ণনা করেছিলেন কিন্তু তার মা এবং তার বাবা অভিযোগ করে পুরো ঘটনাটি চাপা দেন এবং তার বাবাও তাকে লাঞ্ছিত করেন।"

"৯) চার্জশিট পাওয়ার পর, বিজ্ঞ বিচারক, বিশেষ আদালত, (পকসো) আইন, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা অভিযুক্ত আব্দুল আজিজ গাজী এবং মোনাজাত গাজীর বিরুদ্ধে অভিযুক্ত অপরাধের জন্য বিচারিক যুক্তি প্রয়োগ করেন এবং বর্তমান অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে যার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিরা দোষী নয় বলে দাবি করে এবং বিচারের দাবি করে।

১০) ২২শে জানুয়ারী, ২০১৯ এ তাৎক্ষণিক মামলার বিচার শুরু হয়েছিল এবং ভুক্তভোগী মেয়েটিকে আংশিকভাবে পিডবলু-১ হিসাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ না করেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, কারণ বাদী অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নাম হিসাবে স্থগিত করার জন্য একটি আবেদন করেছিল।

বিজ্ঞ বিচারক মামলাটি স্থগিত করতে পেরে খুশি হয়েছিলেন এবং পরবর্তী তারিখ ৩০ জানুয়ারী, ২০১৯ নির্ধারণ করতে পেরে আরও খুশি হয়েছিলেন। তার প্রমাণের সময়, ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ এর ধারা ১৬৪ এর অধীনে রেকর্ড করা বিচারিক বিবৃতিগুলির পাশাপাশি মেডিকেল রিপোর্টটি তাৎক্ষণিক মামলার সাথে সম্পর্কিত প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১১) ২২শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ তারিখে বা তার কাছাকাছি সময়ে রাষ্ট্রপক্ষ ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে একটি আবেদন করে, যার মাধ্যমে প্রস্তাবিত অভিযুক্ত/বিপরীত পক্ষগুলিকে এই মামলায় অভিযুক্ত হিসেবে অভিযুক্ত করার জন্য প্রার্থনা করা হয়। সংশ্লিষ্ট পক্ষের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর, বিজ্ঞ বিচারক তাতে বর্ণিত কারণের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপক্ষের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। উক্ত আবেদন খারিজ করার সময় বিজ্ঞ বিচারক সুনির্দিষ্টভাবে অভিমত প্রকাশ করেন যে PW-1 এর সংস্করণ তদন্তের ফলাফলের সাথে সাংঘর্ষিক এবং পুলিশ ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীনে ভুক্তভোগীর দ্বিতীয় জবানবন্দি বিবেচনা করে এই মামলায় চার্জশিট দাখিল করেছে। বিজ্ঞ বিচারকের এই পর্যবেক্ষণ রেকর্ডে থাকা উপকরণের সম্পূর্ণ বিপরীত। বিজ্ঞ বিচারক আরও সন্তুষ্ট হয়ে বলেন যে, এই মামলার সাথে সম্পর্কিত অভিযুক্ত তারকা সাক্ষী রহিম গাজীকে জিজ্ঞাসাবাদ না করা পর্যন্ত, PW-1 এর সাক্ষ্যের উপর ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করা অনিরাপদ হবে।

১২) আবেদনকারী বলেছেন যে ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে রাষ্ট্রপক্ষের আবেদন প্রত্যাখ্যান করার সময়, বিজ্ঞ বিচারক ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ এর সুযোগ এবং পরিধির মধ্যে এই জাতীয় বিধান অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন।

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-এর ৩১৯ ধারায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কোনও অপরাধের তদন্ত বা বিচার চলাকালীন যদি যোগ করা প্রমাণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত না হওয়া কোনও ব্যক্তি এমন কোনও অপরাধ করেছেন যার জন্য তাকে অন্য অভিযুক্তদের সাথে একসাথে বিচার করা যেতে পারে, তবে আদালত তাকে উক্ত ফৌজদারি কার্যধারার সাথে অভিযুক্ত হিসাবে অভিযুক্ত করতে পারে। ভুক্তভোগী মেয়ে এবং তার প্রধান পরীক্ষা দ্বিতীয় ১৬৪ নম্বর বিবৃতির সত্য এবং যথাযথ মূল্যায়ন নির্ভুলভাবে প্রকাশ করবে যে প্রস্তাবিত অভিযুক্ত/বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে একটি প্রাথমিক মামলা তৈরি করা হয়েছে এবং যদি এটি অবিসংবাদিত থেকে যায়, তবে প্রস্তাবিত অভিযুক্ত/বিরোধী পক্ষগুলিকে অভিযোগ করা অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করার জন্য এটি যথেষ্ট।

১৩) আবেদনকারী আরও বলেন যে, রাষ্ট্রপক্ষের আবেদন খারিজ করার সময়, বিজ্ঞ বিচারক ভুলভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে তদন্তকারী কর্মকর্তা ভুক্তভোগী মেয়ের দ্বিতীয় ১৬৪ ধারার জবানবন্দি বিবেচনা করে চার্জশিট দাখিল করেছেন। মামলার রেকর্ড এবং উপলব্ধ অন্যান্য উপকরণের সত্য ও যথাযথ মূল্যায়ন স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে তাৎক্ষণিক মামলার সাথে সম্পর্কিত চার্জশিট দাখিলের আগে, তদন্তকারী কর্মকর্তা ভুক্তভোগী মেয়ের উক্ত দ্বিতীয় জবানবন্দিও সংগ্রহ করেননি, এটি বিবেচনা করা তো দূরের কথা। অতএব, বিজ্ঞ বিচারকের পর্যবেক্ষণ, যা তাকে তাৎক্ষণিক মামলার সাথে সম্পর্কিত ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ এর ৩১৯ ধারার অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ থেকে বিরত রাখার জন্য চাপ দিয়েছিল, তা স্পষ্ট ত্রুটির পাশাপাশি মামলার বাস্তব দিকগুলির সম্পূর্ণ অ-মূল্যায়ন এবং/অথবা ভুল মূল্যায়নের সাথে ভুগছে। অতএব, এটি হস্তক্ষেপযোগ্য।

১৪) আবেদনকারীর আইনজীবী জনাব সতদ্রু লাহিড়ী দাখিল করেছেন যে, বিতর্কিত আদেশটি পাস করার সময়, বিজ্ঞ বিচারক প্রস্তাবিত অভিযুক্ত/বিরোধী পক্ষের দ্বারা প্রদত্ত বিশাল হুমকি বিবেচনা করতে অস্বীকার করেন, বিরোধী পরিস্থিতিতে যেখানে ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৬৪-এর অধীনে ভুক্তভোগীর প্রথম বিবৃতি রেকর্ড করা হয়েছিল এবং/অথবা কোন অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে তাকে ডাক্তারি পরীক্ষা করতে হয়েছিল। ভুক্তভোগী ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীনে রেকর্ড করা তার আরও (দ্বিতীয়) বিবৃতিতে পাশাপাশি তার প্রধান পরীক্ষার সময় প্রতিটি বিবরণ বর্ণনা করেছেন, তবে, বিজ্ঞ বিচারক তাতে কোনও মনোযোগ দিতে অস্বীকার করেছেন। ভুক্তভোগী মেয়েটির ডাক্তারি পরীক্ষা এবং ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীনে রেকর্ড করা তার প্রথম বিবৃতিটির সত্য এবং যথাযথ মূল্যায়ন স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে উভয় ক্ষেত্রেই প্রস্তাবিত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন তার সাথে ছিলেন। ফলস্বরূপ তিনি প্রকৃত অপরাধী এবং/অথবা অপরাধের লেখকের নাম বর্ণনা করতে পারেননি। নথি থেকে, এটি স্পষ্ট যে প্রস্তাবিত অভিযুক্ত/বিরোধী পক্ষের কবল থেকে উদ্ধার হওয়ার পরপরই এবং তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পরে, তিনি সত্য ঘটনাগুলি প্রকাশ করেছিলেন।

১৫) আরও বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয় সংখ্যা অর্থাৎ তাৎক্ষণিক মামলার সাক্ষী হিসেবে রহিম গাজীর জিজ্ঞাসাবাদ না করাও অপ্রাসঙ্গিক। নথিতে থাকা উপাদানগুলির সত্য এবং যথাযথ মূল্যায়ন স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে রহিম গাজিকে এই মামলায় সাক্ষী হিসাবে কখনও উল্লেখ করা হয়নি এবং উক্ত ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট অচলাবস্থা রয়েছে। এই মামলার অদ্ভুত তথ্যগত ম্যাট্রিক্সে, রহিম গাজীকে এ মামলায় সাক্ষী হিসেবে যুক্ত করা হবে নাকি পরবর্তীতে তাকেও এখানে বিবাদী হিসেবে জড়ানো হবে তা এখনো বিচার করা হয়নি।

অতএব, ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-এর ধারা ৩১৯-এর অধীনে কোনও ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসাবে বিবেচনা করে রাষ্ট্রপক্ষের দ্বারা পছন্দ করা কোনও আবেদন প্রত্যাখ্যান করা, যার হাতে থাকা মামলায় এখনও রায় দেওয়া হয়নি। যেহেতু, পিডব্লিউ-১-এর জবানবন্দি এবং রেকর্ডে থাকা অন্যান্য উপকরণগুলির ক্রমবর্ধমান প্রশংসা এই মামলায় অভিযুক্ত হিসাবে প্রস্তাবিত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সুস্পষ্ট জড়িত থাকার ইঙ্গিত দেয় না, তাই বিজ্ঞ বিচারক যান্ত্রিক ও নৈমিত্তিক পদ্ধতিতে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-এর ধারা ৩১৯-এর অধীনে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে অস্বীকার করেছিলেন, যা বাতিলযোগ্য।

১৬) ভুক্তভোগী মেয়েটির ১৬৪ নম্বর দ্বিতীয় বিবৃতি এবং তার প্রধান পরীক্ষার সেই সত্য এবং যথাযথ মূল্যায়ন নিঃসন্দেহে প্রকাশ করবে যে প্রস্তাবিত অভিযুক্ত/বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে মামলাটি তৈরি করা হয়েছে এবং যদি এটি অমীমাংসিত থেকে যায়, তবে অভিযোগ করা অপরাধের জন্য প্রস্তাবিত অভিযুক্ত/বিরোধী পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য এটিই যথেষ্ট।

১৭) আইনের উল্লিখিত নীতিমালা বিবেচনা করে, এটা উল্লেখ করা বাহুল্য যে, ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীনে মামলার বিষয়ে ভুক্তভোগী মেয়ের দ্বিতীয় জবানবন্দি, যা ভুক্তভোগী মেয়ের দ্বারা সংগৃহীত প্রমাণকেই সমর্থন করে না, বরং ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে প্রস্তাবিত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ক্ষমতা প্রয়োগের আগে আরও কোনও প্রমাণ রেকর্ড করার প্রয়োজনীয়তাকেও অস্বীকার করে। বিচার চলাকালীন প্রমাণ উপস্থাপনের পর আদালতের কর্তব্য এবং বাধ্যবাধকতা এই ধরণের উপাদানের উপর সতর্কতার সাথে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে।

১৮) অতএব, ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে কাজ করা আদালতের পক্ষে অভিযুক্তের অপরাধ সম্পর্কে কোনও মতামত গঠনের কোনও সুযোগ নেই। পরবর্তীকালে অভিযুক্তকে এমনভাবে বিবেচনা করা হবে যেন সে অভিযুক্ত ছিল যখন আদালত প্রাথমিকভাবে অপরাধটিতে বিচারিক যুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছিল। ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে কোনও ব্যক্তিকে তলব করার জন্য যে পরিমাণ সন্তুষ্টির প্রয়োজন হবে তা অভিযোগ গঠনের মতোই হবে।

১৯) আবেদনকারীর মামলার সমর্থনে শ্রী লাহিড়ী নিম্নলিখিত রায়গুলির উপর নির্ভর করেছেনঃ-

i) হরদীপ সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য ও অন্যান্যরা (২০১৪) ৩ এস. সি. সি ৯২-তে রিপোর্ট করা হয়েছে।

ii) নাভিন কুমার বনাম রিশিপাল ও অন্যান্যরা, (২০২১) ১১ এসসিসি ৫৬৩-তে রিপোর্ট করা হয়েছে।

iii) সরতাজ সিং বনাম হরিয়ানা রাজ্য এবং আরেকজন, (২০২১) ৫ এসসিসি ৩৩৭-তে রিপোর্ট করা হয়েছে।

iv) পেয়ারে লাল ভার্গব বনাম রাজস্থান রাজ্য, ১৯৬৩ এসইউপিপি (১) এসসিআর ৬৮৯; এআইআর ১৯৬৩ এসসি ১০৯৪ (১০৬৩) ২ সিআরআই এল জে ১৭৮।

২০) বিপরীত পক্ষের ২ থেকে ৪ জন চাকরি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

২১) বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর শ্রী শাশ্বত গোপাল মুখার্জি রাজ্যের হয়ে মামলা ডায়েরি পেশ করেছেন এবং এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চের ২০২১ সালের সি. আর. আর ১৪৬২-এর রায়ের উপর নির্ভর করেছেন এবং আবেদনকারী (অভিযুক্ত) ভুক্তভোগীর মামলা সমর্থন করেছেন।

২২) ১৯.১২.২০১৯ তারিখের সংশোধনীতে চ্যালেঞ্জ করা আদেশটি সুবিধার জন্য এখানে পুনরুৎপাদন করা হয়েছে:-

<u>পকসো (এসপিএল) ০৩/১৭ (আর৪/১৭)</u>

১২/১৯.১২.২০১৯

উভয় অভিযুক্তই হাজিরা দাখিল করে উপস্থিত রয়েছে।

দায়িত্বে থাকা বিজ্ঞ পি. পি.-ও হাজিরা ফাইল করেন।

আজকের দিন আদেশের জন্য স্থির।

২২.০২.২০১৯ তারিখে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩১৯ এর অধীনে একটি আবেদন বাদীর তরফ থেকে দাখিল করা হয়েছিল যাতে বলা হয়েছিল যে এই মামলার ভি. জি-কে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং তার প্রধান পরীক্ষায় তিনি বলেছিলেন যে একজন কায়ুম গাজী তার উপর ধর্ষণ করেছে এবং সে তার বাবা ও মায়ের কাছে এটি প্রকাশ করেছিল এবং তারপরে তার বাবা ও মা তাকে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিল কিন্তু কায়ুম গাজির বাবা ভি. জি-র ভাই ও বাবার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছিলেন এবং তিনি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তার জবানবন্দিতে এই সমস্ত কথা বলেছেন। এই মামলার আইও তার চার্জশিটে কাইয়ুম গাজী, সালেহা বিবি ও নজরুল ইসলাম গাজীর নাম আসামি হিসেবে উল্লেখ না করলেও তিনি এ মামলার সাক্ষী হিসেবে নজরুল ইসলাম গাজী ও সালেহা বিবির নাম উল্লেখ করেছেন। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, প্রসিকিউশন এই মামলার অভিযুক্ত হিসাবে উপরোক্ত উল্লেখিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রার্থনা করে এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার বিধান অনুসারে তাদের বিরুদ্ধে ডবলুএ জারি করে।

উভয় পক্ষের কথা শোনার পর এবং নথি এবং সি. ডি-র বিষয়বস্তু পর্যালোচনার পর, আমি দেখতে পাই যে এমনকি ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৬৪ এর অধীনে রেকর্ড করা ভি. জি-এর ২য় বিবৃতি বিবেচনা করার পরেও, আই ও তদন্ত শেষ হওয়ার পরে উপস্থিত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে, যেহেতু প্রাথমিকভাবে মামলাটি করা হয়েছে।

এই মামলায় ভি. জি-কে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং প্রধান সাক্ষ্যে তিনি আব্দুল কায়ুম গাজীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ করেছেন। তিনি আব্দুল কায়ুম গাজী এবং তার মা সালেহা বিবির বিরুদ্ধে এবং আব্দুল কায়ুম গাজীর বাবার বিরুদ্ধেও বন্দিদশার অভিযোগ করেছেন যে তিনি তার বাবা মোনাজাত গাজী এবং তার ভাই আব্দুল আজি গাজিকে জড়িয়ে ধরে এই মামলা দায়ের করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি চাপের মুখে এবং পিসি অর্থাৎ সালেহা বিবি এবং পুলিশের এজেন্টের কাছ থেকে তার বাবা এবং ভাইকে জড়িত মিথ্যা ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। তার প্রমাণ থেকে মনে হয় যে তার বক্তব্য তদন্তের ফলাফলের সাথে সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি আরও বলেছিলেন যে তার খুড়তুতো ভাই আব্দুল কায়ুম গাজী এবং তার বন্ধু রহিম গাজী তাকে সন্ধ্যা ৭টায় জোর করে সাইকেলে করে কাতিয়াহাটের একটি আমের বাগানে নিয়ে যায় এবং সেখানে আব্দুল কায়ুম গাজী তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে ধর্ষণ করে এবং রহিম গাজী দূরে দাঁড়িয়ে তার চিৎকার শুনে সে আব্দুল কায়ুম গাজিকে তাড়াতাড়ি তিরস্কার করে যার পরে তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সুতরাং, ভি. জি-র প্রমাণ থেকে জানা যায় যে রহিম গাজী এই মামলার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী কিন্তু তাকে এখনও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। সাঈদ রহিম গাজিকেও এই মামলায় সাক্ষী হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি।

এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আমি মনে করি যে সাক্ষীদের সাক্ষ্য না নিয়ে বিচারের এই পর্যায়ে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে কোনও আদেশ দেওয়া বুদ্ধিমান এবং সঠিক হবে না।

অতএব, পি. ডব্লিউ. ১-এর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ০৫.০৩.২০২০ ঠিক করুন।

ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩১৯ এর অধীনে আবেদনটি উপাদান/প্রাসঙ্গিক সাক্ষীদের প্রমাণের পরে পরবর্তী পর্যায়ে বিবেচনার জন্য নেওয়া হবে।

এসডি/

বিচারক, বিশেষ আদালত, (পকসো আইন)

বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা"

২৩) বিচারিক আদালত এবং কেস ডায়েরির সামনে প্রমাণ সহ রেকর্ডের উপকরণগুলি থেকে দেখা যায় যেঃ-

ক) আবেদনকারী (অভিযুক্ত ভুক্তভোগী এবং নাবালিকা, প্রায় ১৩ বছর বয়সী, জন্ম তারিখ ১৫.০৯.২০০২) তার পিসির স্বামীর মাধ্যমে ৩০.১২.২০১৫-এ তার নিজের ভাই আব্দুল গাজী এবং বাবা মোনাজাত গাজীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন যেঃ-

"বাকরা ঈদ উৎসব ২০১৫-এর দুই/তিন দিন পর, তার ভাগ্নি রাবিয়া খাতুন (১৩ বছর বয়সী) তার বাবা-মায়ের অনুপস্থিতিতে তার বাড়িতে তার বড় ভাই আব্দুল আজিজ গাজী দ্বারা ধর্ষিত হয়, যা পরের দিনই ভি. জি তার মায়ের সামনে বর্ণনা করে কিন্তু তার মা এবং তার বাবা তাকে তিরস্কার করে পুরো বিষয়টি দমন করে এবং তার বাবা মোনাজাত গাজী তাকে নৃশংসভাবে লাঞ্ছিত করে। পরে অভিযোগকারী তাকে উত্তর ২৪ পরগণার থানা বাদুরিয়ার অন্তর্গত ফটিলিয়াপুর ফকিরপাড়ায় তাদের বাড়িতে নিয়ে যায়।"

খ) আবেদনকারী তার বিবৃতিতে যথাক্রমে ৩০.১২.২০১৫ এবং ৩১.১২.২০১৫ তারিখে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৬১ এবং ১৬৪ এর অধীনে লিখিত অভিযোগের বিষয়বস্তু পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

গ) তিনি আরও পুনর্ব্যক্ত করেন যে, যেহেতু তার কাকা এবং পিসি তার বাবা-মাকে তাকে বিয়ে দিতে দেননি, তাই তার বাবা-মা তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন এবং তার বড় ভাই আব্দুল আজিজ গাজী বেশ কয়েকবার তাকে ধর্ষণ করেছে।

ঘ) ০৪.০১.২০১৬ তারিখের মেডিকেল রিপোর্টে তার নিজের বাড়িতে তার নিজের বড় ভাইয়ের দ্বারা যৌন নির্যাতনের ইতিহাস দেখানো হয়েছে।

ঙ) ০৮.০২.২০১৬-এ, আবেদনকারী, অভিযুক্ত ভুক্তভোগীর হেফাজত (নিরাপদ) তার বড় বোন রোকিয়া বিবি এবং তার স্বামী আব্দুল কায়েম গাজিকে দেওয়া হয়েছিল।

চ) ০৮.০৪.২০১৬-এ, নিজেই ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৬৪-এর অধীনে একটি দ্বিতীয় বিবৃতি রেকর্ড করা হয়েছিল (তার নিজের বোনের হেফাজতে থাকাকালীন)। উক্ত পরবর্তী বিবৃতিতে, আবেদনকারী (অভিযুক্ত ভুক্তভোগী) একটি ৩৬০ ডিগ্রি মোড় নিয়েছে এবং একই অপরাধের অভিযোগ এনে ২ থেকে ৪ নম্বর বিরোধী পক্ষকে অভিযুক্ত করেছে এবং বলেছে যে তাকে তার বড় ভাই এবং বাবার বিরুদ্ধে বিবৃতি দিতে বাধ্য করা হয়েছিল যারা বর্তমানে বিচারের মুখোমুখি অভিযুক্ত।

ছ) উক্ত বিবৃতিতে তিনি আরও বলেছেন যে তিনি বিপরীত পক্ষের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছেন নং ২, তার খুড়তুতো ভাই, অভিযোগকারীর ছেলে আব্দুল কায়েম গাজী এবং বিপরীত পক্ষের নং ৪, নজরুল ইসলাম গাজী এবং কায়েম গাজীর বন্ধু রহিম গাজী দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

জ) বিজ্ঞ বিশেষ বিচারপতির অভিমত ছিল যে, এই পরিস্থিতিতে রহিম গাজী একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী ছিলেন, যাকে এখনও সাক্ষী হিসাবে আনা হয়নি, ধারা ৩১৯ ফৌজদারি কার্যবিধির এর অধীনে আবেদনটি সেই পর্যায়ে অনুমোদিত হওয়া উচিত নয়।

ঝ) ফৌজদারি কার্যবিধির-এর ৩১৯ ধারাটি নিম্নরূপঃ-

৩১৯) অপরাধে দোষী বলে প্রমাণিত অন্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা-

১) যেখানে, কোন অপরাধের তদন্ত বা বিচারের সময়, সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি এমন কোন অপরাধ করেছেন যার জন্য অভিযুক্তের সাথে সেই ব্যক্তির বিচার করা যেতে পারে, আদালত সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে সেই অপরাধের জন্য মামলা করতে পারে যা তিনি করেছেন বলে মনে হয়।

২) যদি এই ধরনের ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত না থাকেন, তা হলে পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যে তাঁকে গ্রেপ্তার বা তলব করা যেতে পারে, যা মামলার পরিস্থিতির প্রয়োজন হতে পারে।

৩) আদালতে উপস্থিত যে কোনও ব্যক্তি গ্রেপ্তার না হলেও বা সমনের ভিত্তিতে, তিনি যে অপরাধ করেছেন বলে মনে হয় তার তদন্ত বা বিচারের উদ্দেশ্যে এই জাতীয় আদালত তাকে আটক করতে পারে।

৪) যেখানে আদালত উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে অগ্রসর হয় তখন-

ক) এই ধরনের ব্যক্তির ক্ষেত্রে কার্যধারা নতুন করে শুরু করা হবে এবং সাক্ষীদের পুনরায় শুনানি হবে;

খ) প্রকরণ (ক)-এর বিধান সাপেক্ষে, মামলাটি এমনভাবে এগোতে পারে যেন সেই ব্যক্তি অভিযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন যখন আদালত সেই অপরাধের বিচার গ্রহণ করেছিল যার ভিত্তিতে তদন্ত বা বিচার শুরু হয়েছিল।

২৪) **সর্তাজ সিং বনাম হরিয়ানা রাজ্য ও আরেকজন, ২০২১ সালের ফৌজদারি আপিল নম্বর ২৯৮২৯৯**-তে সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রাসঙ্গিক এখানেঃ-

৬) সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পক্ষ থেকে বিস্তারিতভাবে বিজ্ঞ আইনজীবীকে শুনেছেন। বর্তমান আপিলগুলিতে যা চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে তা হল হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় এবং আদেশ যা এখানে ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের দ্বারা দায়ের করা পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলিকে অনুমতি দেয় এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগে এবং বিচারের মুখোমুখি হওয়ার জন্য অভিযুক্তকে তলব করে বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বাতিল ও বাতিল করা।

৬.১) প্রতিদ্বন্দ্বী দাখিল বিবেচনা করার সময়, ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩১৯ এর সুযোগ এবং পরিধি সংক্রান্ত আইন বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং এর জন্য এই আদালতের কয়েকটি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা প্রয়োজন। ৬.১.১ হরদীপ সিং (উপরে)-তে, এই আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার সুযোগ ও পরিধি বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছিল, যা ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য। উক্ত সিদ্ধান্তে দেখা গেছে যে সমগ্র প্রচেষ্টা একটি অপরাধের প্রকৃত অপরাধীকে শাস্তির বাইরে যেতে না দেওয়া। এটি লক্ষ্য করা গেছে যে এটিও ন্যায্য বিচারের একটি অংশ এবং এটি অর্জন করার জন্য আইনসভা ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার বিধান অন্তর্ভুক্ত করার কথা ভেবেছিল।

এটি আরও দেখা গেছে যে বিচারের ফৌজদারি প্রশাসন সঠিকভাবে কাজ করে তা নিশ্চিত করার জন্য আদালতের ক্ষমতায়নের জন্য আইনটিকে যথাযথভাবে সংহিতাবদ্ধ করা হয়েছে এবং ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে আইনসভা দ্বারা সংশোধন করা হয়েছে যাতে আদালতগুলি শেষ পর্যন্ত সত্য খুঁজে বের করতে এগিয়ে যায় যাতে নির্দোষরা শাস্তি না পায় তবে একই সাথে দোষীদের আইনের আওতায় আনা হয়। এটিও দেখা যায় যে প্রকৃত সত্যটি খুঁজে বের করা এবং দোষীরা যাতে শাস্তি থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করা আদালতের কর্তব্য। ৮ এবং ৯ অনুচ্ছেদে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে এবং বলেছেঃ

"৮) ভারতের সংবিধানের ২০ ও ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে সাংবিধানিক আদেশ ন্যায়বিচারের মসৃণ প্রশাসনের জন্য একটি প্রতিরক্ষামূলক ছত্র প্রদান করে যাতে একটি সুষ্ঠু ও কার্যকরী বিচার নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত বিধান করা হয় যাতে অভিযুক্ত অপরাধের জন্য তার বিচারের জন্য আইন চালু হওয়ার পরে পক্ষপাতদুষ্ট না হয় তবে একই সাথে ভুক্তভোগী এবং সমাজকে সমান সুরক্ষা দেয় যাতে দোষীরা আইনের কবল থেকে দূরে না যায়। আদালতের ক্ষমতায়ন যাতে ন্যায়বিচারের ফৌজদারি প্রশাসন সঠিকভাবে কাজ করে তা নিশ্চিত করার জন্য, আইনটি যথাযথভাবে সংহিতাবদ্ধ এবং সংশোধন করা হয়েছিল ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে আইনসভা দ্বারা যাতে নির্দেশ করা হয় যে আদালতগুলি শেষ পর্যন্ত সত্য খুঁজে বের করার জন্য কীভাবে এগিয়ে যেতে হবে যাতে একজন নির্দোষ শাস্তি না পায় তবে একই সাথে দোষীদের আইনের আওতায় আনা হয়। সংবিধান এবং আমাদের আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত এই আদর্শগুলিই বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তের দিকে পরিচালিত করেছে, যার মাধ্যমে প্রকৃত সত্য খুঁজে বের করতে এবং দোষীদের শাস্তি না দেওয়া নিশ্চিত করার জন্য উদ্ভাবনী পদ্ধতি এবং প্রগতিশীল সরঞ্জামগুলি জাল বা নকল করা হয়েছে।

৯) নির্দোষতার অনুমান দেশের সাধারণ আইন কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্দোষ বলে ধরে নেওয়া হয় যদি না সে দোষী প্রমাণিত হয়। বিকল্পভাবে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট শ্রেণীর অপরাধের ক্ষেত্রে কিছু বিধিবদ্ধ অনুমান উত্থাপিত হয়েছে যার মাধ্যমে অভিযুক্ত নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য আইনের অধীনে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া দায়ভারের উপর তার বোঝা চাপিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত অপরাধের অনুমান বিরাজ করে। এই প্রতিযোগিতামূলক তত্ত্বগুলি আইনসভা মনে রেখেছে। তাই পুরো প্রয়াসই হলো, কোনো অপরাধের প্রকৃত অপরাধীকে শাস্তি না পেয়ে পালিয়ে যেতে দেওয়া। এটিও সুষ্ঠু বিচারের একটি অংশ এবং আমাদের মতে, এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আইনসভা ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার বিধানগুলি অন্তর্ভুক্ত করার কথা ভেবেছিল। উল্লিখিত বস্তুর কথা মাথায় রেখেই একটি গঠনমূলক এবং উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা গ্রহণ করা উচিত যা ন্যায়বিচারের কারণকে অগ্রসর করে।

এবং উপরোক্ত ঘোষিত উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য আদালতকে ক্ষমতা প্রদানকারী সংবিধির অভিপ্রায়কে দুর্বল করে না যে ব্যক্তিটিকে বিচারের বিষয় অপরাধের ক্ষেত্রে সহযোগী হিসাবে আদালতের সন্তুষ্টির সাথে বিচার করার জন্য।

৬.১.২) উক্ত মামলায়, নিম্নলিখিত পাঁচটি প্রশ্ন এই আদালতে বিবেচনার জন্য পড়েছিল।

(i) ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে কোন পর্যায়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে?

(ii) ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ (১) ধারায় ব্যবহৃত "প্রমাণ" শব্দের অর্থ কি শুধুমাত্র জেরা করে পরীক্ষা করা প্রমাণ হতে পারে নাকি আদালত সংশ্লিষ্ট সাক্ষীর প্রধান পরীক্ষায় দেওয়া বিবৃতির ভিত্তিতেও উক্ত বিধানের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে?

(iii) ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ (১) ধারায় ব্যবহৃত "প্রমাণ" শব্দটি কি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এবং তদন্তের সময় সংগৃহীত প্রমাণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে নাকি "প্রমাণ" শব্দটি বিচারের সময় রেকর্ড করা প্রমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ?

(iv) কোনও অভিযুক্তকে অভিযুক্ত করার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সন্তুষ্টির প্রকৃতি কী? ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ (১) ধারার অধীনে ক্ষমতা কেবল তখনই প্রয়োগ করা যেতে পারে কি যদি আদালত সন্তুষ্ট হয় যে তলব করা অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে?

(v) ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে ক্ষমতা কি এফআইআর-এ নাম নেই বা এফআইআর-এ নাম নেই কিন্তু অভিযুক্ত নয় বা যাদেরকে খালাস দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য প্রসারিত হয়?

৬.১.৩) উপরোক্ত প্রশ্নগুলি বিবেচনা করার সময়, হরদীপের এই আদালত সিং (উপরে) নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ এবং আদেশ-

১২) ৩১৯ ধারার সিআরপিসি এই মতবাদ থেকে উদ্ভূত হয় যে দোষী ব্যক্তি খালাস পেলে বিচারককে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং ৩১৯ ধারার সিআরপিসি প্রণয়নের পরিধি এবং মূল চেতনা ব্যাখ্যা করার সময় এই মতবাদকে আলোকবর্তিকা হিসেবে ব্যবহার করা উচিত।

১৩) প্রকৃত অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে ন্যায়বিচার করা আদালতের কর্তব্য। যেখানে কোনও কারণে তদন্তকারী সংস্থা প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে একজনকে অভিযুক্ত হিসাবে চিহ্নিত করে না, সেখানে আদালত উক্ত অভিযুক্তকে বিচারের মুখোমুখি করার ক্ষেত্রে শক্তিহীন নয়। প্রশ্নটি থেকে যায় কোন পরিস্থিতিতে এবং কোন পর্যায়ে আদালতের ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩১৯- তে বিবেচিত তার ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত?

১৪) আমাদের সামনে যে বিষয়গুলি উত্থাপিত হয়েছিল সেগুলি খুব বিস্তৃত ক্যানভাস জুড়ে ছিল এবং বিজ্ঞ আইনজীবী আমাঞ্জিব ফৌজদারি কার্যবিধির বিভিন্ন বিধান এবং উক্ত উদ্দেশ্যে যে রায়গুলির উপর নির্ভর করা হয়েছে তার মধ্য দিয়ে নিয়ে গেছে। বিতর্কটি আদালত দ্বারা এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে এমন পর্যায় এবং সেই উপাদানকে কেন্দ্র করে যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

XXX XXX XXX

১৭) ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারা আদালতকে এমন কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুমতি দেয় যে তার আগে কোনও মামলায় অভিযুক্ত নয়। সুতরাং, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমন জারি করা হয়, তাকে অবশ্যই ইতিমধ্যে বিচারের মুখোমুখি অভিযুক্ত হতে হবে না। সে হয় ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৩ ধারার অধীনে দায়ের করা চার্জশিটের ২য় কলামে নাম থাকা ব্যক্তি হতে পারে বা এমন কোনও ব্যক্তি হতে পারে যার নাম আদালতে যে কোনও উপাদানে প্রকাশ করা হয়েছে যা অপরাধের বিচারের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা হবে, কিন্তু তদন্ত করা হবে না। তাকে এমন একজন ব্যক্তি হতে হবে যার জটিলতা নির্দেশ করা যেতে পারে এবং অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সাথে যুক্ত হতে পারে।

১৮) আইনসভা সমস্ত পরিস্থিতি কল্পনা করেছে বলে ধরে নেওয়া যায় না এবং তাই, আইনসভা দ্বারা ব্যবহৃত শব্দগুলিকে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করা আদালতের কর্তব্য, যাতে কোনও অপরাধের বিচারের জন্য অগ্রসর হওয়ার সময় আদালতকে যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয় তা অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং বাদী দ্বারা উপস্থাপিত নথি থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে এমন তার সহযোগিতার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বিচারে অভিযুক্ত না হয়ে বিচারের যোগ্য ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে যেতে দেওয়া যায় না।

১৯) আদালত ন্যায়বিচারের একমাত্র ভাণ্ডার এবং আইনের শাসন বহাল রাখার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত এবং তাই, আমাদের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় আদালতের কাছে এই ধরনের ক্ষমতার অস্তিত্ব অস্বীকার করা অনুপযুক্ত হবে যেখানে এটি অস্বাভাবিক নয় যে প্রকৃত অভিযুক্তরা, মাঝে মাঝে, তদন্তকারী এবং/অথবা প্রসিকিউটিং এজেন্সির কারসাজি করে

বিচার এড়ানোর ইচ্ছা এতটাই প্রবল যে কোনও অভিযুক্ত কখনও কখনও তদন্ত বা তদন্তের পর্যায়েও নিজেকে খালাস দেওয়ার চেষ্টা করে, এমনকি তদন্ত বা তদন্তের পর্যায়ে, যদিও তিনি অপরাধের কমিশনের সাথে যুক্ত থাকতে পারেন।

XXX XXX XXX

২২) আমাদের মতে, ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারাটি একটি সক্ষম বিধান যা আদালতকে অভিযুক্ত না হওয়া যে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচারের অধীনে অপরাধ করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা দেয়। এই অংশটিই এই আদালতের কাছে রেফারেন্সের অধীনে রয়েছে এবং তাই আমাদের মতে, এখানে উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময়, আমরা কোনও দ্বন্দ্ব খুঁজে পাই না যাতে এই আদালত ধরম পাল (সি. বি) [ধরম পাল বনাম হরিয়ানা রাজ্য, (২০১৪) ৩ এস. সি. সি. ৩০৬: এ. আই. আর ২০১৩ এস. সি. ৩০১৮]-এ যে পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করেছিল তা নিয়ে আলোচনা করা যায়।

XXX XXX XXX

৪৭) যেহেতু চার্জশিট দাখিলের পর, আদালত তদন্তের পর্যায়ে পৌঁছায় এবং আদালত অভিযোগ গঠনের সাথে সাথেই বিচার শুরু হয়, এবং তাই, ধারা 319(1) CrPC-এর অধীনে ক্ষমতা চার্জশিট দাখিলের পর এবং রায় ঘোষণার আগে যেকোনো সময় প্রয়োগ করা যেতে পারে, ধারা 207/208 CrPC-এর পর্যায় ব্যতীত, কমিটাল ইত্যাদি যা শুধুমাত্র একটি প্রাক-বিচার পর্যায়, প্রক্রিয়াটিকে গতিশীল করার উদ্দেশ্যে। এই পর্যায়টিকে প্রকৃত অর্থে একটি বিচারিক পদক্ষেপ বলা যাবে না কারণ এর জন্য শুধুমাত্র বিচারিক মনের প্রয়োগের পরিবর্তে মনের প্রয়োগের প্রয়োজন। এই প্রাক-বিচার পর্যায়ে, ম্যাজিস্ট্রেটকে বিচারিকের পরিবর্তে প্রশাসনিক কাজের প্রকৃতিতে কাজ করতে হবে যেমন ধারা 207 এবং 208 CrPC-এর সাথে সম্মতি নিশ্চিত করা এবং যদি এটি একচেটিয়াভাবে দায়রা আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য হয় তবে মামলাটি দায়ের করা। অতএব, আমাদের পক্ষে এই সিদ্ধান্তে আসা বৈধ হবে যে, ধারা 207 থেকে 209 CrPC-এর পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে, ধারা 319 CrPC-এর স্পষ্ট বিধান অনুসারে, মামলার গুণাবলী সম্পর্কে তার যুক্তি প্রয়োগ করতে এবং দায়রা আদালতে বিচারের মুখোমুখি হওয়ার জন্য কোনও অভিযুক্তকে যোগ বা বিয়োগ করতে হবে কিনা তা নির্ধারণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

XXX XXX

৫৩) এইভাবে এটি যথাযথভাবে স্পষ্ট যে যতক্ষণ না মামলাটি আদালত কর্তৃক তদন্ত বা বিচারের পর্যায়ে পৌঁছায়, ততক্ষণ পর্যন্ত ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রস্তাবটি ধরম পাল (সিবি)-এর সাংবিধানিক বেঞ্চ দ্বারা বিঘ্নিত হয়েছে বলে মনে হয় না। [ধরম পাল বনাম হরিয়ানা রাজ্য, (২০১৪) ৩ এসসিসি ৩০৬: এআইআর ২০১৩ এসসি ৩০১৮]। এর মধ্যে বিরোধটি এমন একটি পরিস্থিতি কল্পনা করে সমাধান করা হয়েছিল যেখানে আদালত পদ্ধতিগত বিলম্বের সাথে সম্পর্কিত ছিল এবং এই মতামত ছিল যে দায়রা আদালতকে অবশ্যই ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার পর্যায় পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত নয় যে কোনও ব্যক্তিকে বিচারের মুখোমুখি না হয়ে অভিযুক্ত হিসাবে উপস্থিত হওয়ার এবং বিচারের মুখোমুখি হওয়ার নির্দেশ দেওয়া উচিত। আমরা সাংবিধানিক বেঞ্চের দেওয়া ব্যাখ্যার সাথে সম্পূর্ণ একমত যে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৩ ধারা দায়রা আদালতকে মূল এখতিয়ারের ক্ষমতা প্রদান করে যাতে একবার মামলাটি দায়ের হয়ে গেলে অভিযুক্তকে যুক্ত করা যায়।

৫৪) আমাদের মতে, তদন্তের পর্যায়টি তার কঠোর আইনি অর্থে কোনও প্রমাণ বিবেচনা করে না, এবং আইনসভাও এই বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে না কারণ প্রমাণের পর্যায় এখনও আসেনি। আদালতের সামনে যে একমাত্র উপাদান রয়েছে তা হল বাদী এবং আদালত দ্বারা সংগৃহীত উপাদান যা এই পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে অনুসন্ধান করতে পারে যে কোনও ব্যক্তি, যিনি অভিযুক্ত হতে পারেন, তাকে ভুলভাবে অভিযুক্ত করা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে কিনা বা প্রসিকিউটর এজেন্সিগুলি দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে কিনা। তদন্তকারী এবং প্রসিকিউটর এজেন্সিগুলি বিচারের যোগ্য ব্যক্তিদের আদালতে আনার ক্ষেত্রে ন্যায্যভাবে কাজ করেছে তা নিশ্চিত করার জন্য এটি আরও বেশি প্রয়োজনীয় এবং কোনও ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে রক্ষা করা থেকে বিরত রাখার জন্য যখন তাদের বিচার করা উচিত ছিল। বিচার ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাস জাগিয়ে তোলার জন্য এটি প্রয়োজনীয় যার মাধ্যমে আদালতকে তদন্তের পর্যায়েও এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করার ক্ষমতা দেওয়া উচিত এবং এই কারণে আইনসভা সচেতনভাবে পৃথক শর্তাবলী ব্যবহার করেছে, যেমন, তদন্ত বা ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারায় বিচার।

৫৫) তদনুসারে, আমরা মনে করি যে আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে কেবল বিচার শুরু হওয়ার পরে এবং প্রমাণ রেকর্ডিংয়ের সাথে শুরু হওয়ার পরে এবং ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে যেমন এখানে উপরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৫৬) ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩১৯ অর্থাৎ ধারা ২০০,২০১,২০২, ইত্যাদির বিধানগুলির উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক তদন্তের অংশ গঠনকারী বিধানগুলির আরও একটি সেট রয়েছে। অভিযোগের ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির বিধান প্রযোজ্য। যেমনটি এখানে আলোচনা করা হয়েছে, প্রমাণ মানে আদালতে জমা দেওয়া প্রমাণ। অভিযোগ মামলা ফৌজদারি বিচারের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ যেখানে প্রমাণ আইন ১৮৭২ (এরপরে "সাক্ষ্য আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ধারা ৩ এর কঠোর আইনি অর্থে কোনও ধরণের প্রমাণ আদালতে আসে। ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার বিধানগুলিতে এমন কোনও বিধিনিষেধ রয়েছে বলে মনে হয় না যাতে অভিযোগ গঠনের আগে বা প্রক্রিয়া জারি হওয়ার আগেই আদালতে অভিযোগ মামলার মতো প্রমাণ আসতে বাধা দেওয়া যায়। কিন্তু সেই পর্যায়ে যেহেতু আদালতে কোনও অভিযুক্ত নেই, তাই এই ধরনের প্রমাণ কেবল বিচারের সময় রেকর্ড করা প্রমাণকে সমর্থন করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে (এস. আই. সি বা) ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার উদ্দেশ্যে, যদি তা প্রয়োজন হয়। ধারার উদ্দেশ্যে কী অপরিহার্য যে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ উপস্থিত হওয়া উচিত যার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এবং কার্যধারার পর্যায়টি অপ্রাসঙ্গিক। যেখানে অভিযোগকারী বেশ কয়েকজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা চালানোর ক্ষেত্রে সতর্ক থাকেন, কিন্তু আদালত মনে করেন যে কিছু প্রমাণ আছে বলে মনে হচ্ছে যে অন্য কিছু ব্যক্তির জড়িত থাকার দিকেও ইঙ্গিত করে, ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩১৯ একটি ক্ষমতায়ন বিধান হিসাবে কাজ করে যা আদালত/ম্যাজিস্ট্রেটকে এই ধরনের অন্যান্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যক্রম শুরু করতে সক্ষম করে। ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার উদ্দেশ্য হল সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করা এবং নিশ্চিত করা যে যাদের বিচার করা উচিত ছিল তাদেরও বিচার করা হয়। অতএব, অভিযোগকারী এবং তার সাক্ষীদের প্রমাণ নথিভুক্ত করার সময় অভিযোগের মামলার বিচারের পর্যায়ে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে কোনও অসুবিধা দেখা যায় না।

৬.১.৪) ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ (১) ধারায় ব্যবহৃত "সাক্ষ্য" শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা এবং তদন্তের সময় সংগৃহীত প্রমাণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা বা "সাক্ষ্য" শব্দটি বিচারের সময় নথিভুক্ত প্রমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় এই আদালত উপরোক্ত সিদ্ধান্তে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং বলেছেঃ

৫৮) প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিচার আদালত যে বাধাগুলির মুখোমুখি হচ্ছে, সেগুলি সমাধান করার জন্য, যে পরিস্থিতিগুলি আদালতের জন্য এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করার পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তা পরীক্ষা করে বিষয়টি তদন্ত করতে হবে। যে পরিস্থিতিগুলি কোনও ব্যক্তিকে তলব করার জন্য আদালত দ্বারা এই ধরনের অনুমানের দিকে পরিচালিত করে তা আদালতের সামনে আসা তথ্য এবং উপাদানগুলির প্রাপ্যতা থেকে উদ্ভূত হয় এবং অভিযুক্ত অপরাধের সহযোগী হিসাবে এই ধরনের ব্যক্তিকে তলব করার ভিত্তি তৈরি করা হয়।

উপাদানটি অপরাধের কমিশনে ব্যক্তির জটিলতা প্রকাশ করা উচিত যা অপরাধের তদন্ত বা বিচারের সময় প্রমাণ থেকে প্রদর্শিত উপাদান হতে হবে। ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারায় ব্যবহৃত শব্দগুলি ইঙ্গিত করে যে উপাদানটি আদালতের সামনে "যেখানে... প্রমাণ থেকে উপস্থিত" হতে হবে।

৫৯) এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আসুন আমরা "সাক্ষ্য" শব্দের অর্থ পরীক্ষা করে দেখি। সাক্ষ্য আইনের ৩ ধারা অনুসারে, "সাক্ষ্য" শব্দের অর্থ এবং এর মধ্যে রয়েছেঃ

(১) তদন্তের অধীনে সত্যের বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত সমস্ত বিবৃতি যা আদালত সাক্ষীদের দ্বারা তার সামনে অনুমতি দেয় বা করা প্রয়োজন;

এই ধরনের বিবৃতিগুলিকে মৌখিক প্রমাণ বলা হয়;

(২) আদালতের পরিদর্শনের জন্য উপস্থাপিত বৈদ্যুতিন রেকর্ড সহ সমস্ত নথি;

এই ধরনের নথিগুলিকে নথিগত প্রমাণ বলা হয়।

"XXX XXX XXX

৭৮) অতএব, এটা স্পষ্ট যে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারায় "সাক্ষ্য" শব্দের অর্থ কেবলমাত্র সেই প্রমাণ যা আদালতের সামনে দেওয়া হয়, বিবৃতি সম্পর্কিত এবং নথির ক্ষেত্রে আদালতের সামনে উপস্থাপিত হয়। ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত কেবল সেই প্রমাণগুলি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে কিনা এবং তদন্তের সময় সংগৃহীত উপাদানের ভিত্তিতে নয়।

XXX XXX

৮২) এই বিচারপূর্ব পর্যায়টি এমন একটি পর্যায় যেখানে জড়িত অপরাধের প্রমাণের উপর কোনও বিচার হয় না এবং তাই, চার্জশিট সহ উপাদানগুলি আদালতে আনার পরে, কার্যকরভাবে অভিযোগ গঠনের সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এটি তদন্ত করা যেতে পারে। অভিযোগ গঠনের পরে, প্রসিকিউশনকে প্রমাণের নেতৃত্ব দিতে বলা হয় এবং যতক্ষণ না তা করা হয়, ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৩ ধারার কঠোর আইনি অর্থে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। আসামিদের আদালতে হাজির করে অপরাধের প্রকৃত বিচার এখনো শুরু হয়নি।

যা পাওয়া যায় তা হল চার্জশিট সহ আদালতে জমা দেওয়া উপাদান। এই পরিস্থিতিতে, আদালতের কাছে কেবল প্রস্তুতিমূলক উপাদান রয়েছে যা অভিযোগ গঠনের মাধ্যমে বিচারের সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আদালতের বিবেচনার জন্য রাখা হয়েছে।

৮৩) অতএব, এটি এমন কোনও উপাদান নয় যা ব্যবহার করা যেতে পারে, বরং এটি কোনও আদালত কর্তৃক বিবেচনার পরে যে উপাদানটি নেওয়া হয়, তা হল যে কোনও অপরাধের তদন্ত বা বিচার করার সময় এটি তার কাছে উপলব্ধ, আদালত যে কোনো ব্যক্তিকে আদালতে প্রমাণের ভিত্তিতে তলব করার সহায়ক কারণ ব্যবহার করতে বা বিবেচনা করতে পারে, যিনি এই ধরনের উপাদানের ভিত্তিতে অপরাধ সংঘটনে সহযোগী হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন। যে অনুমান করা যেতে পারে তা হল সেই উপাদান যা আদালতের সামনে ঠিক রেকর্ড করা প্রমাণ নয়, তবে আদালত কর্তৃক সংগৃহীত একটি উপাদান, অভিযুক্ত ব্যতীত অন্য যে কোনও ব্যক্তিকে তলব করার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে রেকর্ড করা প্রমাণকে সমর্থন করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি এমন উপাদানকে "প্রমাণ" শব্দের সাথে এমন উপাদান হিসাবে সামঞ্জস্য করবে যা সহায়ক প্রকৃতির হবে যাতে অন্য কোনও সহযোগীর প্রকাশকে সহজতর করা যায় যার অপরাধে জড়িত থাকার বিষয়টি হয় দমন করা হয়েছে বা আদালতের নজরে এড়ানো হয়েছে।

৮৪) "অতএব" "সাক্ষ্য" "শব্দটি বিচারের পর্যায়ে এবং যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এমনকি তদন্তের পর্যায়েও, যেমনটি ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে ব্যবহার করা হয়েছে, উভয় ক্ষেত্রেই তার বৃহত্তর অর্থে বুঝতে হবে। অতএব, আদালতকে বুঝতে হবে যে তার সামনে আনা কোনও উপাদানের ভিত্তিতে যে কোনও ব্যক্তিকে তলব করার পরে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। বিচারের সময় প্রমাণের নেতৃত্ব দেওয়ার পরে আদালতের দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা এই জাতীয় উপাদানের উপর সতর্কতার সাথে এই জাতীয় ক্ষমতা আহ্বান করা আরও কঠিন হয়ে পরে।

৮৫) উপরের আলোচনা এবং উপসংহারের পরিপ্রেক্ষিতে, উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরটি হল, বিচারের সময় নথিভুক্ত প্রমাণ ছাড়াও, বিচার শুরু হওয়ার আগে যে কোনও উপাদান গ্রহণ করা হয়েছে, তা শুধুমাত্র প্রমাণের জন্য এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য আদালত কর্তৃক নথিভুক্ত প্রমাণকে সমর্থন করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। সুতরাং, "প্রমাণ" বিচারের সময় নথিভুক্ত প্রমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

৬.১.৫) প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় (ii) যথা, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩১৯(১) ধারায় ব্যবহৃত "প্রমাণ" শব্দের অর্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাথে উত্থাপিত হয় বা একই সাথে উল্লিখিত সিদ্ধান্তে, এই আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ এবং আদেশ করেছেন:

৮৬) এখানে উল্লিখিত দ্বিতীয় প্রশ্নটি ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে ব্যবহৃত "সাক্ষ্য" শব্দের সাথে সম্পর্কিত, যা সন্দেহের কোনও জায়গা রাখে না যে সাক্ষ্য আইনের ৩ ধারার অধীনে যে প্রমাণ বোঝা যায় তা হল বিচারের সময় রেকর্ড করা সাক্ষীদের বিবৃতি এবং সাক্ষ্য আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে নথিগত প্রমাণ, যার মধ্যে সাক্ষ্য আইনের নথি এবং উপাদান প্রমাণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই ধরনের প্রমাণ রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের বিবৃতি দিয়ে শুরু হয়, তাই প্রমাণ যা পরীক্ষার সময় বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত করে। রাকেশ [(২০০১) ৬ এসসিসি ২৪৮: ২০০১ এসসিসি (সিআরআই) ১০৯০: এআইআর ২০০১ এসসি ২৫২১], এটি বলা হয়েছিল যেঃ (এসসিসি পি. ২৫২, অনুচ্ছেদ ১০) "১০ .... এটা ঠিক যে, বিচারের সময় অভিযুক্তকে সাক্ষীকে জেরা করে তার সত্যতা যাচাই করার সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় সেই পর্যায়টি উঠে আসে না। একবার জবানবন্দি নথিভুক্ত হয়ে গেলে, কোনও সন্দেহ নেই যে কোনও জেরা করা হবে না, এটি একটি প্রাথমিক উপাদান হবে যা দায়রা আদালতকে ৩১৯ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত কিনা তা সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করবে।

৮৭) রঞ্জিত সিং [রঞ্জিত সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য, (১৯৯৮) ৭ এস. সি. সি. ১৪৯: ১৯৯৮ এস. সি. সি. (সিআরআই) ১৫৫৪: এ. আই. আর. ১৯৯৮ এস. সি. ৩১৪৮] মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছে যেঃ (এস. সি. সি. পৃ. ১৫৬, অনুচ্ছেদ ২০) "২০.... উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য পুরো প্রমাণ সংগ্রহ না করা পর্যন্ত আদালতের অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।"

৮৮) মহম্মদ শাফি [মহম্মদ শফি বনাম মহম্মদ রফিক, (২০০৭) ১৪ এস. সি. সি ৫৪৪: (২০০৯) ১ এস. সি. সি (সিআরআই) ৮৮৯: এ. আই. আর ২০০৭ এস. সি ১৮৯৯]-এ বলা হয়েছে যে, ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের পূর্বশর্ত হল এমন একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আদালতের সন্তুষ্টি, যিনি অভিযুক্ত নন, কিন্তু যার বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়, যার জন্য আদালত এমনকি জিজ্ঞাসাবাদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে এবং এটি করার ক্ষেত্রে কোনও বেআইনিতা থাকবে না। হরভজন সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (২০০৯) ১৩ এস. সি. সি ৬০৮: (২০১০) ১ এস. সি. সি (সিআরআই) ১১৩৫]-এ দুই বিচারপতির বেঞ্চ একই মত পোষণ করেছে। এই আদালত হরদীপ সিং [হরদীপ সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য, (২০০৯) ১৬ এস. সি. সি. ৭৮৫: (২০১০) ২ এস. সি. সি. (সি. আর. আই.) ৩৫৫]-তে মনে হয় মহম্মদ শাফি [মহম্মদ শফি বনাম মহম্মদ রফিক, (২০০৭) ১৪ এস. সি. সি. ৫৪৪: (২০০৯) ১ এস. সি. সি. (সি. আর. আই.) ৮৮৯: এ. আই. আর. ২০০৭ এস. সি. ১৮৯৯]-এর রায়কে ভুলভাবে পড়েছে, কারণ এটি বোঝায় যে উল্লিখিত রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে

ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩১৯ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য, আদালতকে সাক্ষীর জেরা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং সাক্ষ্যের সম্পূর্ণ উপলব্ধি করার পরে, ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।

৮৯) পূর্বোক্ত মামলাগুলিতে প্রকাশিত বিভিন্ন মতামতের প্রতি আমরা আমাদের চিন্তাশীল বিবেচনা রেখেছি। একবার প্রধান পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে বিবৃতিটি রেকর্ডের অংশ হয়ে যায়। এটি আইন অনুসারে প্রমাণ এবং প্রকৃত অর্থে, সর্বোপরি, এটি প্রত্যাখ্যানযোগ্য হতে পারে। একটি প্রমাণ প্রত্যাখ্যান বা বিতর্কিত হওয়া বিবেচনা, প্রাসঙ্গিকতা এবং বিশ্বাসের বিষয় হয়ে ওঠে, যা আদালতের রায়ের পর্যায়। তবুও এটি প্রমাণ এবং এটি উপাদান যার ভিত্তিতে আদালত অপরাধের সাথে যুক্ত হতে পারে এমন অন্য কোনও ব্যক্তির জড়িত থাকার বিষয়ে প্রাথমিক মতামত পেতে পারে।

৯০) মহম্মদ শাফি [মহম্মদ শফি বনাম মহম্মদ রফিক, (২০০৭) ১৪ এস. সি. সি. ৫৪৪: (২০০৯) ১ এস. সি. সি. (সিআরআই) ৮৮৯: এ. আই. আর. ২০০৭ এস. সি. ১৮৯৯] এবং হর্ভজন সিং [(২০০৯) ১৩ এস. সি. সি. ৬০৮: (২০১০) ১ এস. সি. সি. (সিআরআই) ১১৩৫]-এ যা বলা হয়েছে, তা হল ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু, এটি অবশ্যই আদালতে উপস্থিত হতে হবে যে অন্য কোনও ব্যক্তিও যে বিচারের মুখোমুখি হচ্ছে না, সেও এই অপরাধে জড়িত থাকতে পারে। এই ক্ষমতা প্রয়োগের পূর্বশর্তটি প্রাথমিকভাবে সেই দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ যা ম্যাজিস্ট্রেটকে অপরাধের বিচার গ্রহণের জন্য অবশ্যই আসতে হবে। অতএব, এই ধরনের মতামত পাওয়ার জন্য পূর্ববর্তী শর্তগুলির ক্ষেত্রে কোনও স্ট্রেইট জ্যাকেট সূত্র স্থাপন করা যাবে না এবং করা উচিত নয় এবং ম্যাজিস্ট্রেট/আদালত যদি তদন্তে উপস্থিত প্রমাণের ভিত্তিতেও নিশ্চিত হন, তবে এটি ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে এবং এই ধরনের অন্য ব্যক্তির (গুলি) বিরুদ্ধে এগিয়ে যেতে পারে। এটি লক্ষ করা জরুরি যে এই বিভাগে বিচারের পরিবর্তে "এই ধরনের ব্যক্তির বিচার করা যেতে পারে" শব্দগুলিও ব্যবহার করা হয়। অতএব, যা প্রয়োজন তা হল পরীক্ষা এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে এই পর্যায়ে একটি মিনিট্রিয়াল না করা এবং তারপরে এই ধরনের ব্যক্তির প্রকাশ্য কাজের উপর একটি সিদ্ধান্ত প্রদান করা। প্রকৃতপক্ষে, এই ক্ষুদ্র বিচারে অভিযুক্ত হিসাবে অভিযুক্ত হতে চাওয়া ব্যক্তির অধিকারকে প্রভাবিত করবে, কারণ ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার (৪) উপধারার আলোকে, ব্যক্তিটি নতুন করে বিচারের অধিকারী হবে যেখানে তার প্রসিকিউশন সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করার এবং প্রতিরক্ষা সাক্ষীদের পরীক্ষা করার এবং তার যুক্তিগুলি এগিয়ে নেওয়ার অধিকার সহ সমস্ত অধিকার থাকবে। অতএব, এমনকি প্রধান পরীক্ষার ভিত্তিতেও, আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেট একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে পারে যতক্ষণ না আদালত সন্তুষ্ট হয় যে এই ধরনের ব্যক্তির বিরুদ্ধে উপস্থিত প্রমাণ এমন যে এটি প্রাথমিকভাবে এই ধরনের ব্যক্তিকে বিচারের মুখোমুখি করার প্রয়োজনীয়তা তৈরি করে।

প্রকৃতপক্ষে, প্রধান পরীক্ষা দ্বারা পরীক্ষিত না হওয়া, নিঃসন্দেহে নিজেই একটি প্রমাণ।

৯১) এছাড়াও, আমাদের মতে, সাক্ষীর জিজ্ঞাসাবাদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার পিছনে কোনও যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। এটি মনে রাখতে হবে যে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩১৯-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের সময়, অভিযুক্ত হিসাবে অভিযুক্ত হতে চাওয়া ব্যক্তি কোনওভাবেই বিচারে অংশ নিচ্ছেন না। এমনকি যদি জিজ্ঞাসাবাদও বিবেচনায় নেওয়া হয়, তবে অভিযুক্ত হিসাবে অভিযুক্ত হতে চাওয়া ব্যক্তি ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩১৯-এর অধীনে আদেশ পাস করার আগে সাক্ষীকে (এস) ক্রস পরীক্ষা করতে পারবেন না, কারণ এই ধরনের পদ্ধতি ফৌজদারি কার্যবিধির দ্বারা বিবেচনা করা হয় না। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র অভিযুক্ত হিসাবে আরও বেশি ব্যক্তির নাম উল্লেখ করার বিরোধিতা বা আপত্তি করবে না কারণ এটি কেবল বাদীকে প্রমাণের শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ করতে সহায়তা করবে, যদি না সাক্ষী (এস) ইতিমধ্যে বিচারের মুখোমুখি ব্যক্তিদের ভূমিকা মুছে ফেলেন। আরও, ফৌজদারি কার্যবিধির ২৯৯ ধারা আদালতকে সেখানে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে অভিযুক্তদের অনুপস্থিতিতে প্রমাণ নথিভুক্ত করতে সক্ষম করে।

৯২) সুতরাং, উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা মনে করি যে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩১৯-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে প্রধান পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর্যায়ে এবং আদালতকে উল্লিখিত প্রমাণ পরীক্ষা না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না কারণ এটি আদালতের সন্তুষ্টি যা আদালত দ্বারা রেকর্ড করা কারণগুলি থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে, অন্য কোনও ব্যক্তির (গুলি) সহযোগিতার ক্ষেত্রে, অপরাধের বিচারের মুখোমুখি না হওয়া।

৬.১.৬) প্রশ্ন (iv)-এর উত্তর দেওয়ার সময়, অর্থাৎ, ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সন্তুষ্টির মাত্রা কত, এই বিষয়ে পূর্ববর্তী বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বিবেচনা করার পরে এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে এবং বলেছেঃ

১০৫) ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে ক্ষমতা একটি বিবেচনামূলক এবং একটি অসাধারণ ক্ষমতা। এটি সংযতভাবে এবং শুধুমাত্র সেইসব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে যেখানে মামলার পরিস্থিতি এতটা প্রয়োজনীয়। এটি প্রয়োগ করা হবে না কারণ ম্যাজিস্ট্রেট বা দায়রা বিচারক মনে করেন যে অন্য কোনও ব্যক্তিও সেই অপরাধ করার জন্য দোষী হতে পারেন। শুধুমাত্র যেখানে আদালতের সামনে পরিচালিত প্রমাণ থেকে একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে শক্তিশালী এবং দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যায় যে এই ধরনের ক্ষমতা ব্যবহার করা উচিত এবং নৈমিত্তিক এবং দ্রুতগামি পদ্ধতিতে নয়।

১০৬) অতএব, আমরা মনে করি যে, যদিও আদালতের সামনে উপস্থাপিত প্রমাণ থেকে শুধুমাত্র একটি প্রাথমিক মামলা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, যা অগত্যা জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে পরীক্ষা করা হবে না, তবে এর জন্য তার জড়িত থাকার সম্ভাবনার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী প্রমাণের প্রয়োজন। যে পরীক্ষাটি প্রয়োগ করতে হবে তা এমন একটি যা অভিযোগ গঠনের সময় প্রয়োগ করা প্রাথমিক মামলার চেয়ে বেশি, তবে সন্তুষ্টির অভাব যে প্রমাণগুলি যদি অবিচ্ছিন্ন হয় তবে দোষী সাব্যস্ত হবে। এই ধরনের সন্তুষ্টির অভাবে আদালতকে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারায় "যদি প্রমাণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে অভিযুক্ত নন এমন কোনও ব্যক্তি কোনও অপরাধ করেছেন" এই শব্দগুলি থেকে স্পষ্ট হয় "যার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে এই ব্যক্তির বিচার করা যেতে পারে।" ব্যবহৃত শব্দগুলি এমন নয় “যার জন্য এই ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে”। অতএব, ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে কাজ করা আদালতের পক্ষে অভিযুক্তের অপরাধ সম্পর্কে কোনও মতামত গঠনের সুযোগ নেই।

৬.১.৭) প্রশ্ন (v)-এর উত্তর দেওয়ার সময়, কোন পরিস্থিতিতে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারেঃ এফআইআর-এ নাম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু চার্জশিট দেওয়া হয়নি বা অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে এবং বলেছেঃ

১১২) যাইহোক, যে ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে তার ক্ষেত্রে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে। যে ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে তার তুলনায় যে ব্যক্তি কখনও তদন্তের আওতায় পড়েনি বা যদি তার অধীনে থাকে, তবে চার্জশিট দেওয়া হয়নি তার চেয়ে আলাদা অবস্থান রয়েছে। এই ধরনের ব্যক্তি আদালতের সামনে তদন্তের পর্যায়ে দাঁড়িয়েছেন এবং তদন্তের সময় সংগৃহীত উপাদানগুলির বিচারিক পরীক্ষার পরে, আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও প্রাথমিক মামলাও নেই। সাধারণত, বিচারের প্রমাণের পর্যায়টি কেবল তদন্তের সময় সংগৃহীত উপাদানগুলি প্রমাণ করে এবং তাই অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিদ্যমান উপাদানগুলির ক্ষেত্রে খুব বেশি পরিবর্তন হয় না। অতএব, এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য বাধ্যতামূলক পরিস্থিতি থাকতে হবে। আদালতকে মনে রাখতে হবে যে, এইভাবে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় সাক্ষী কেবল প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বা কারও নির্দেশে বা এই জাতীয় অন্যান্য বহিরাগত বিবেচনার জন্য তার নাম নিচ্ছেন না। আদালতকে এই ধরনের প্রমাণ বিবেচনা করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে এবং দানা থেকে খড়কে আলাদা করার চেষ্টা করতে হবে। যদি প্রমাণের এই ধরনের যত্নশীল পরীক্ষার পরে, আদালত মনে করে যে তাই খালাসকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার প্রমাণ আছে,

এটি পদক্ষেপ নিতে পারে তবে কেবল ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার বিধান সরাসরি অবলম্বন না করেই ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৯৮ ধারা অনুসারে।

XXX XXX

১১৬. সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে ৩১৯ ধারার অধীনে ক্ষমতা এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যেতে পারে যার বিরুদ্ধে তদন্ত করা হয়নি, অথবা চার্জশিটের কলাম ২-এ স্থানপ্রাপ্ত ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়নি, অথবা এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। যাইহোক, যে ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, তার বিরুদ্ধে ৩১৯ ধারার অধীনে সরাসরি কোনও কার্যক্রম শুরু করা যাবে না যদি না ৩০০(৫) ধারা ৩৯৮ ধারার সাথে পঠিত ধারা ৩ এর বিধানগুলি অনুসরণ করা হয়।

৬.২) এই আদালত দ্বারা প্রদত্ত আইন এবং উপরে উল্লিখিত এবং পুনরুত্পাদিত পর্যবেক্ষণ ও ফলাফলগুলি বিবেচনা করে দেখা যায় যে (i) আদালত সংশ্লিষ্ট সাক্ষীর পরীক্ষায় দেওয়া বিবৃতির ভিত্তিতেও ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে এবং আদালতকে এই ধরনের সাক্ষীর সমকামিতার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না এবং আদালতকে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না যাকে জেরা করার জন্য তলব করা হবে; এবং (ii) এফআইআর-এ নাম নেই এমন একজন ব্যক্তি বা এফআইআর-এ নাম থাকলেও চার্জশিট করা হয়নি এমন একজন ব্যক্তিকে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার অধীনে তলব করা যেতে পারে, সাক্ষ্য থেকে প্রদত্ত (সংশ্লিষ্ট সাক্ষীর প্রধান পরীক্ষার জবানবন্দি আকারে সংগৃহীত প্রমাণের ভিত্তিতে হতে পারে), ইতিমধ্যে বিচারের সম্মুখীন অভিযুক্তদের সাথে এই ধরনের ব্যক্তির বিচার করা যেতে পারে বলে মনে হচ্ছে।

৬.৩) এস. মহম্মদ ইস্পাহান্ত বনাম যোগেন্দ্র চণ্ডক (২০১৭) ১৬ এস. সি. সি. ২২৬-তে, এই আদালত নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেছে এবং বলেছেঃ (এস. সি. সি. পৃ. ২৪৩) "৩৫) এটা তুলে ধরা দরকার যে যখন অভিযোগকারীর দ্বারা এফআইআরে কোনও ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়, কিন্তু পুলিশ, তদন্তের পরে, সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তির কোনও ভূমিকা খুঁজে পায় না এবং তাকে জড়িত না করে চার্জশিট দাখিল করে, আদালত শক্তিহীন নয়, এবং সমন পাঠানোর পর্যায়ে, যদি বিচার আদালত খুঁজে পায় যে কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অভিযুক্ত হিসাবে তলব করা উচিত, যদিও চার্জশিটে নাম উল্লেখ করা হয়নি, তবে তা করা যেতে পারে। সেই পর্যায়ে, অভিযোগকারীকে একটি প্রতিবাদ পিটিশন দায়ের করার সুযোগ দেওয়া হয় যাতে বিচার আদালতকে অন্যান্য ব্যক্তিদেরও তলব করার আহ্বান জানানো হয় যাদের নাম এফআইআরে উল্লেখ করা হয়েছিল কিন্তু চার্জশিটে জড়িত ছিল না। একবার সেই পর্যায়টি চলে গেলে, আদালত এখনও ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৯ ধারার কারণে শক্তিহীন নয়। তবে, বিচারের সময় যখন বিচার চলাকালীন প্রস্তাবিত বিবাদীর বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়।"

৬.৪) রাজেশ বনাম হরিয়ানা রাজ্য (২০১৯) ৬ এস. সি. সি. ৩৬৮-তে, এখানে উপরে উল্লিখিত হার্ডীপ সিং (সুপ্রা)-এর ক্ষেত্রে এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত পর্যবেক্ষণগুলি বিবেচনা করার পরে, এই আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে এবং রায় দিয়েছে যে এমন একটি মামলায় যেখানে অভিযোগকারীকে প্রতিবাদ পিটিশন দায়ের করার সুযোগ দেওয়ার পর্যায়টি বিচার আদালতকে অন্যান্য ব্যক্তিদেরও তলব করার আহ্বান জানিয়েছে যাদের নাম এফআইআরে ছিল কিন্তু চার্জশিটে জড়িত ছিল না, সেই ক্ষেত্রেও, আদালত এখনও ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩১৯ –এর কারণে শক্তিহীন নয় এবং এমনকি এফআইআর-এ নাম থাকা কিন্তু চার্জশিটে জড়িত নয় এমন ব্যক্তিদেরও বিচারের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তলব করা যেতে পারে যা বিচারের সময় প্রস্তাবিত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ উপস্থিত হয়।

২৫) এইভাবে সুপ্রিম কোর্ট যেমন রায় দিয়েছে, ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩১৯-এর উদ্দেশ্য হল সত্য খুঁজে বের করা যাতে নির্দোষকে শাস্তি দেওয়া না হয় এবং দোষীরা যাতে শাস্তি থেকে রেহাই না পায় তা নিশ্চিত করা।

২৬) সুপ্রিম কোর্ট আরও বলেছে যেঃ-

"আমাদের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায়, এটি অস্বাভাবিক কিছু নয় যে প্রকৃত অভিযুক্ত, কখনও কখনও, প্রসিকিউশনকে কারচুপি করে পালিয়ে যায়, যখন সে আসলে অপরাধের সাথে যুক্ত হতে পারে। এটিও বলা হয়েছে যে ফৌজদারি কার্যবিধির-এর ধারা ৩১৯-এর অধীনে ক্ষমতাটি সংযতভাবে প্রয়োগ করা উচিত এবং কেবল তখনই যেখানে আদালতের সামনে প্রমাণ থেকে শক্তিশালী এবং দৃঢ় প্রমাণ উপস্থিত থাকে এবং নৈমিত্তিক পদ্ধতিতে নয়। আদালত আরও আদেশ করে যে, এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য নিছক সহযোগিতার সম্ভাবনার চেয়ে খুব শক্তিশালী প্রমাণের প্রয়োজন। (অনুচ্ছেদ ৬.১.২ (১৯), সর্তাজ সিং বনাম হরিয়ানা রাজ্য)"

২৭) আদালতের পর্যবেক্ষণ যে আদালতকে মনে রাখতে হবে যে, এই ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় সাক্ষী কেবল প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তা করছেন না বা কারও নির্দেশে তাঁর নাম রাখছেন না (এখানে আবেদনকারীর বোন এবং শ্যালক)।

২৮) বর্তমান মামলায়, যখন তার (আবেদনকারীর) হেফাজত তার বোন এবং শ্যালককে দেওয়া হয়েছিল, তিনি অভিযোগকারীর ছেলে, তার কাকা ও পিসি, তার কাকাতো ভাইকে লিখিত অভিযোগের মতো একই অভিযোগে জড়িয়েছেন যা তার ভাই ও বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগের সম্পূর্ণ বিপরীত।

এই পরিস্থিতিতে তার বোন এবং শ্যালকের নির্দেশে প্রতিশোধ নেওয়ার বা বিপরীত পক্ষের নাম নেওয়ার কোণটি অস্বীকার করা যায় না।

২৯) বিজ্ঞ বিচারিক বিচারক আরও সঠিকভাবে রায় দিয়েছেন যে রহিম শেখ একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী এবং তাই আদালতের উচিত বর্তমান মামলায় সাক্ষী হিসাবে রহিম শেখকে নিয়ে আসা এবং বিচারের সময় তার সাক্ষ্য গ্রহণের পরে আইন অনুসারে বিচারের সাথে এগিয়ে যাওয়া এবং যদি কোনও আবেদন যথাযথ পর্যায়ে দেওয়া হয় তবে আইন অনুসারে তা নিষ্পত্তি করা।

৩০) এইভাবে আইন অনুসারে পুনর্বিবেচনার আদেশের জন্য এই আদালতের কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই এবং এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

৩১) ২০২০ সালের সি. আর. আর ৮৮৮-এর পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করা হয়েছে।

৩২. বিজ্ঞ বিশেষ জজকে দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

৩৩. সমস্ত সংযুক্ত আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হল।

৩৪. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, বাতিল করা হল।

৩৫. প্রয়োজনীয় প্রতিপালনের জন্য এই রায়ের অনুলিপি বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে প্রেরণ করা হবে।

৩৬. আবেদন করা হলে, এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট কপি, সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পরে দ্রুত সরবরাহ করা হবে।

(বিচারপতি, শম্পা দত্ত (পল))

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal